বিআইডিএসের আলোচনায় বক্তারা

ফারাক্কা বাঁধ রিভিউ করা প্রয়োজন

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

ফারাক্কা বাঁধের বয়স প্রায় ৫০ বছর হতে চলল। বাঁধটি নিয়ে এখন জোরালো কোনো আলোচনা শোনা যায় না। আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী প্রতি ৪০ বছর পর নদীতে দেয়া বাঁধ রিভিউ করতে হয়। কিন্তু ফারাক্কা বাঁধ রিভিউর কোনো উদ্যোগ নেই। গতকাল রাজধানীর আগারগাঁওয়ে 'বাংলাদেশে পানি উন্নয়ন : অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ' শীর্ষক এক আলোচনা অনুষ্ঠানে বক্তারা এসব কথা বলেন। বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস) আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জাতিসংঘের উন্নয়ন অর্থনীতিবিষয়ক গবেষক ড. এস নজরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ড. শামসুল আলম, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজির (বুয়েট) ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার অ্যান্ড ফুড ম্যানেজমেন্ট বিভাগের অধ্যাপক সুজিত কুমার বালা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিআইডিএস সভাপতি ড. বিনায়ক সেন।

ড. এস নজরুল ইসলাম বলেন, নদী নিয়ে কিছু সময় কাজ করলে হবে না। এটি নিয়ে লম্বা সময় ধরে বিশদ কাজ করতে হবে। মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। হুটহাট প্রকল্প নিলে দেশের অবস্থা খারাপের দিকে যাবে। ডেল্টা প্ল্যানের কিছু অংশ সংশোধন করা প্রয়োজন। ফারাক্কা বাঁধের বয়স প্রায় ৫০ বছর হতে চলল। এটি আবার রিভিউ করা প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী ৪০ বছরেই এটি রিভিউ করার কথা। কিন্তু এখনো কোনো উদ্যোগ নেয়া হয়নি। এদিকে বোরো আমাদের প্রধান ফসল, আমনের মৌসুম এখন পাল্টে গেছে, এটি নিয়ে এখন ভাবতে হবে। আমাদের প্রকৃতির বিষয়ে ভাবতে হবে। নদীর পানি দূর থেকে না এনে স্থানীয় পানির ব্যবহার বাড়াতে হবে।

ড. শামসুল আলম বলেন, নদীকে তার পথে চলতে দিতে হবে। বাধা সৃষ্টি করলে হবে না। দেশের প্রতিটি নদী ড্রেজিং করতে হবে। ডেল্টা প্ল্যান বাস্তবায়ন করা হবে। বাংলাদেশই একমাত্র দেশ যারা ১০০ বছরের পরিকল্পনা করেছে। ফারাক্কা বাঁধ ভারতের বিষয়। সেখানে আমরা কথা বলতে পারি না। ডেল্টা প্ল্যানে বিগত পানি ব্যবস্থাকে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়নি, এটা ঠিক নয়। সেখানে সামাজিক অবস্থা, পানি ব্যবস্থা ও অন্য অনেক বিষয় গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

প্রতিমন্ত্রীর কথার সমালোচনা করে ড. এস নজরুল ইসলাম বলেন, গঙ্গা নদী ভারতের ভেতর দিয়ে গেছে। এজন্য আমরা কথা বলতে পারব না? আন্তর্জাতিক নদী নিয়ে আমরা কথা বলব না? এ বাঁধে তো আমাদের ক্ষতি হচ্ছে, দেশের মানুষের ক্ষতি হচ্ছে। আমাদের ক্ষতি নিয়ে আমরা কথা বলব না কেন? নদীর সঙ্গে মানুষের ভাগ্য জড়িত, নদী আর মানুষ একে অন্যের সঙ্গে জড়িত। নদীকে হেলায় ফেলায় রাখার সুযোগ নেই। নদী না থাকলে মানুষ থাকবে না।

ড. শামসুল আলম বলেন, অর্থনীতিবিদরা ডেল্টা প্ল্যানে মতামত দিয়েছেন। তারা দেশে-বিদেশে কাজ করেছেন। ডাচ অ্যাম্বাসিকে যুক্ত করা হয়েছিল। তারা প্রজেক্ট বাতিল করতে চেয়েছিল। আমরা তাদের ড্রাফটটি মূল্যায়ন করিনি। এ নিয়ে অনেক মান-অভিমানের সৃষ্টি হয়েছিল। কারণ তারা তাদের দেশের আলোকে এখানে প্ল্যান দিয়েছে। কিন্তু আমাদের সমস্যা আর তাদের সমস্যা তো এক নয়। তাদের ওইসব পরিকল্পনায় বাণিজ্যিক বিষয়াদি রয়েছে। আমাদের সে বিষয়ও মাথায় রাখতে হয়। এখানে প্রতি বছর ৫৫ হাজার মানুষ নদীভাঙনে গৃহহীন হচ্ছেন। এ সমস্যা আমাদের আহত করে। আগামীতে ডেল্টা প্ল্যানেই আমাদের যেতে হবে। কারণ আমরা এখানে নদীকে তার গতিতে থাকতে দিয়েছি। কিন্তু প্রয়োজন হলে এটি সংশোধন করা হবে।

অর্থনীতিবিদ ড. রেহমান সোবহান বলেন, পাকিস্তান আমলে সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল বন্যা। তখন এটি নিয়ন্ত্রণই ছিল অন্যতম কাজ। কারণ প্রতি বছরই বন্যার কবলে পড়তে হতো। এখনো সেই নদীকেন্দ্রিক সমস্যা থেকে গেছে। বিষয়টি আরো গুরুত্ব দিয়ে দেখা প্রয়োজন।

অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের ট্রাস্টি ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী, ড. তোফায়েল আহমেদ, অধ্যাপক সাজিদ কামাল, ড. জিল্লুর রহমান প্রমুখ।